কালের কণ্ঠ

তারিখ ০৫ MAY 2015
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

নান্দাইলে স্কুলে দপ্তরি নিয়োগ নিয়ে মামলা

কারণ দর্শাতে নোটিশ

ঈশ্বরগঞ্জ (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি ▷

ময়মনসিংহের নান্দাইল উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দপ্তরি কাম নৈশপ্রহরী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তিতে মুক্তিযোদ্ধা কোটা উল্লেখ না করায় উপজেলার দুজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান বাদী হয়ে আলাদা মামলা করেছেন। আদালত সূত্রে জানা যায়, নান্দাইল সিনিয়র সহকারী জজ আদালতে (চৌকি আদালত) গত শুক্রবার মামলাটি করেন নান্দাইলের বড়াইল গ্রামের মাজহারুল ইসলাম ও চরলক্ষীদিয়া গ্রামের মো. আক্তারুজ্জামান।

মামলার বিবাদীরা হলেন নিয়োগ কমিটির সভাপতি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সদস্যসচিব উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক। গত বৃহস্পতিবার প্রাথমিক শুনানির পর আগামী ২৭ মের মধ্যে জবাব দেওয়ার জন্য বিবাদীদের প্রতি নোটিশ জারি করেন আদালত।

বাদী মাজহারুল ইসলাম জানান, বড়াইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আওতাধীন এলাকা (ক্যাচমেন্ট এরিয়া) থেকে চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে তিনিই ছিলেন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান। সরকারি নিয়োগ বিধি অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তিতে মুক্তিযোদ্ধার কোটা উল্লেখ থাকলে ওই চাকরিটি তাঁরই হতো। আর চাকরি হলে তাঁকে সড়কে রিকশা চালানো অথবা দিনমজুরি করতে হতো না। চাকরি নিশ্চিত করতে তিনি মুক্তিযুদ্ধবিষয়কমন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হকের লিখিত সুপারিশ ও তাঁর বাবার মুক্তিযোদ্ধাবিষয়ক যাবতীয় কাগজপত্র আবেদনপত্রের সঙ্গে জমা দিয়েছেন; কিন্তু তিনি চাকরি পাননি। মাজহারুল ইসলামের আবেদনপত্রে মন্ত্রীর সুপারিশ থাকার তথ্যটি নিশ্চিত করেছেন বড়াইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো: আলী আশরাফ।

মামলার আরজিতে বাদীরা উল্লেখ করেন, মুক্তিযোদ্ধা কোটা উল্লেখ করে আবার বিজ্ঞপ্তি প্রচারের অনুরোধ জানানোর পর সাড়া না পেয়ে তাঁরা আদালতের শরণাপন্ন হয়েছেন।

মামলার বিষয়ে জানতে চাইলে নান্দাইল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ শাহানুর আলম কালের কণ্ঠকে জানান, মামলার বিষয়টি তিনি শুনেছেন। এখনো নোটিশ পাননি। তিনি নিয়োগ কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন মাত্র।

নান্দাইল উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আনারকলি নাজনীন বলেন, তিনি নিয়োগ কমিটিতে সদস্যসচিব থাকলেও তাঁর দপ্তর নিয়োগ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত নয়।